



112150 - কোন ব্যক্তি যেনি ইসলাম গ্রহণ করেছে সেনিরে অবশিট সময় রোজা ভঙ্গকারী বযিসমূহ হতে বরিত থাকা কি আবশ্যক?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কাফরে যদি রমজানের দিনে বলোয় ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে যাই দিন ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই দিনে বাকি অংশ মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বযিসমূহ) থেকে বরিত থাকা কি তার উপর আবশ্যক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“হ্যাঁ, ঐ দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বযিসমূহ) থেকে বরিত থাকাতার জন্য আবশ্যক। কারণ তিনি এখন যাদরে উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি তাদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তাই দিনে বাকী সময় মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা তার জন্য আবশ্যক হবে। এই মাসয়ালাটি রোজা পালনে প্রতবিন্ধকতা দূরীভূত হওয়া সংক্রান্ত মাসয়ালার বপিরিত। প্রতবিন্ধকতা দূর হলেও দিনে বাকী অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বযিসমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যক নয়। যমেন: যদি কোন নারী দিনে বলোয় হায়ে থেকে পবতির হয় তবে তার জন্য ঐ দিনে বাকি অংশ মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বযিসমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যক নয়। একইভাবে যদি কোন রোজা-ভঙ্গকারী রোগী দিনে মাঝখানে তার রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায় তবে তার জন্য দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বযিসমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যক নয়। কারণ সে মুসলমি হওয়া সত্বেও সেই দিনে রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য মুবাহ (বধৈ) ছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দিনে বলোয় ইসলাম গ্রহণ করেছে দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা তার জন্য আবশ্যক; কিন্তু এ রোজাটি কাযা করা তার উপর আবশ্যক নয়। বপিরিত দকে হায়ে থেকে পবতির নারী ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তির জন্য দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা আবশ্যক নয়; কিন্তু রোজাটি কাযাকরাতাদরে উপর আবশ্যক।”সমাপ্ত

ফাদ্বলিতা তুশশাইখ ইবনে উইছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ